ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে একজন নিহত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যানের সমর্থকদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে আলতাফ হোসেন নামে একজন নিহত হয়েছেন। রোববার বেলা ১২টার দিকে ঐ সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত আরও ২০ জন আহত হয়েছে। আহতরা সবাই ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম খবর ঝিনাইদহ কে জানান, হরিণাকুণ্ডু উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের বেড়বিন্নী গ্রামের বর্তমান চেয়ারম্যান কামাল হোসেন ও সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। রোববার বেলা ১২টার পর থেকে ওই এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি শ্রীলংকার মতো হওয়ার সুযোগ নেই -আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম

জুলফিকার আলী কানন: শ্রীলংকা ইস্যু প্রসঙ্গে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাউদ্দীন নাসিম বলেন, মুজিবনগর সরকারে মধ্য দিয়ে ৯ মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধে মাধ্যমে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র পেয়েছি। সেই স্বাধীন রাস্ট্রটিকে যারা অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও ব্যার্থ বানাতে চান।রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চান, বিএনপি জামায়াত যারা দেশের অস্তিত্ব নিয়ে সম সময় বিভিন্ন সময়ে বিতর্কত প্রশ্নের বিতর্কত

আদালত।তত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। সে মামলায় রায় হয়েছে। আওয়ামীলীগের সভাপতি ও প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত মানবিক কারণে তার সাজা মুওকুফ করে তাকে বাড়িতে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। যাতে তিনি সুস্থভাবে জীবন যাপন করে সুস্ঠভাবে চিকিৎসা নিতে পারেন। এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিএনপি যদি অপপ্রচার করে তাহলে এটাই বোঝা যায়, তাদের নেত্রী খালেদা জিয়া জেলের বাইরে থাকুক সেটা চাইনা। তারা চাই খালেদা জিয়াকে যে সুযোগ দিয়েছে সেটা থেকে খালেদা জিয়া বঞ্চিত হোক। খালেদা জিয়ার বাইরে থাকা নিয়ে মির্যা ফকরুলদের কোনো দুরভিসন্ধি আছে।সময় বলে দেবে মির্যা ফকরুলরা খালেদা জিয়ার কি চাই।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন জনপ্রশাসন প্রতমিন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি, সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, অ্যাড আফজাল হোসেন

দুই মাসের মধ্যে মুজিবনগর উন্নয়নের কাজ নতুন করে শুরু হবে-মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজাম্মেল হক এমপি বলেছেন, আগামী দুই মাসের মধ্যে বিশেষ করে জুন মাসের আগেই মুজিবনগর উন্নয়নের কাজ নতুন করে শুরু হবে।মুজিবনর উন্নয়ন প্রকল্প একনেকে চলে গেছে। আাগামী সপ্তাহে একটি টিম সরেজমিনে পরিদর্শন করেই নতুন করে কার্যক্রম শুরু হবে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীর স্মৃতিশৌধে পূস্পমাল্য অর্পণ শেষে সাংবিাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি।

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় ও জেলা প্রশাসন আয়োজিত বিশাল জনসভায় সভাপতিত্বে করেন তিনি।
মুজিবনগরকে রাষ্ট্রিয় দিবস পালন করা হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, এটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত হবে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত গুরত্বের সাথে এটি বিবেচনা করেছেন।জামায়াত-বিএনপি মুজিবনগর সরকারকে মানেনা এবং দিবসটি পালন করেনা। এনিয়ে সরকারের কোনো পদক্ষেপ আছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, কেউ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, সৃষ্টি ও কাঠামো অস্বীকার করে তাদের ব্যাপার সময়মতো পদক্ষেপ নেয়া হবে। রাস্ট্র কোনো নাগরিককে এ ধরণের অধিকার দিতে পারেনা। যারা রাষ্ট্রের সংবিধান মানবেনা, জন্ম মানবেনা, অস্তিত্ব স্বীকার করবেনা, উন্নয়ন মানবেনা তাদের কোনো এখতিয়ার নেই। তাদের বিরুদ্ধে প্রমান পেলে সময় মতো তাদের বিরুদ্ধে রাস্ট্রের বিধান মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বন্ধ প্রসঙ্গে বলেন, প্রধান মন্ত্রী সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের নামে ভাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।মুক্তিযোদ্ধাদের আইডি কার্ডর সাথে মুক্তিযোদ্ধা সনদের কোনকিছু অমিল থাকলে তাহলে তাদের সাময়িকভাবে বন্ধ থাকতে পারে।ভাতা পাচ্ছেন না এটা ঠিক না অসঙ্গতির কারণে সাময়িক স্থগিত আছে। তাদের কাগজপত্র ঠিক করার সাথে সাথে তাদের টাকা এ্যাকাউন্টে চলে যাবে।ডিজিটাল নিয়মে যাওয়ার কারণে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। আমাদের কাছে যারা যাচ্ছেন তাদের কাগজপত্র ঠিক করে দিচ্ছি।জাতীয় পরিচয়পত্র ও মুক্তিযুদ্ধ সনদ হুবুহু এক হতে হবে।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচী শুরু

জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মুজিবনগর স্মৃতিশৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ ও গার্ড অফ অনার প্রদান ও কুচকাওয়াজ প্রদর্শণের মধ্য দিয়ে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচীশুরু হয়েছে।

আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, জনপ্রশাসন প্রতমিন্ত্রী,

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন মুজিবনগর স্মৃতি শৌধে পুস্পমাল্য অর্পণ করেন।

এদিকে মুজিবনগর দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসন দিনব্যাপি বিভিন্ন কর্মসুচী ঘোষনা করেছেন।

মুজিবনগর আম্রকাননে শেখ হাসিনা মঞ্চে সকাল ১০.৪৫ টায় মুজিবনগর দিবসের বিশাল জন সভা অনুষ্ঠিত হবে।

বিশাল জন সভায় সভাপতিত্ব করছেন মুক্তিযোদা বিষয়ক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজ্জামেল হক

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখবেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট আফজাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপদফতর সম্পাদক সায়েম খান, কেন্দীয় আওয়ামীলীগের সদস্য পারভীন জামান কল্পনা এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্যীয় কমিটির সদস্য গোরিয়া ঝর্ণা সরকার এমপি, যোগ দেবেন বিভিন্ন স্থান থেকে আসা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন জেলার এমপিসহ কেন্দীয় ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ।

মুক্তিযুদ্ধের আবহচিত্রে পাল্টে যাবে মুজিবনগর কমপ্লেক্স

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথের স্মৃতিবিজড়িত স্থান মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলা। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের শপথের মধ্যে দিয়ে যার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর।

ব্যায়ে ইতিমধ্যে পাকাও করা হয়ে গেছে। গতবছর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে এ সড়কের উদ্বোধন করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।

মুজিবনগর কমপ্লেক্সে বর্তমানে যা আছে:
১১টি মন্ত্রনালয়ের প্রায় ৩’শ কোটি টাকা বরাদ্দে গড়ে উঠেছে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র । এর মধ্যে পর্যটক মোটেল, শপিংমল, শিশু পরিবার, ডাকঘর, হেলিপ্যাড, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ছয় দফা ভিত্তিক মনোরম গোলাপ বাগান, অত্যাধুনিক মসজিদ, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশের মানচিত্র ও জাদুঘর। এখন পর্যন্ত এসব কোন স্থাপনাই আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি। অথচ প্রকল্পের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপের কাজ শেষ হয়েছে অন্তত ১০ বছর আগে। সবশেষে সাড়ে আট কোটি টাকা ব্যয়ে বড় মিলনায়তন নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে।
তবে এখনো প্রশাসনিক প্লাজা, অ্যাপ্রোচ রোড, বিদ্যুৎ, জেনারেটর ক্রয় (১০০-কেভিএ), মানচিত্রে স্টেজে কাঠের কাজ, সিঁড়িতে এসএস রেলিং, জলছাদ র্যাম্প ও এসপিএমসিবি পাওয়ার সকেট, আন্ডার গ্রাউন্ড সার্ভিস লাইন কাজ আজও শেষ হয়নি।
নতুন করে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষনা হয়েছে। যেখানে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পর্যটন এলাকা গড়ে তোলা হবে। চারপাশ দিয়ে দৃষ্টিনন্দন লেক তৈরি করা হবে। বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতিচিহৃ তৈরি করা হবে।
বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপটেন (অব) আব্দুল মালেক বলেন, ১৭ এপ্রিল শুধু মুজিবনগর উপজেলায় ছুটি ঘোষনা নয়, জাতীয় শপথ দিবস করে দিনটি সরকারি ছুটি ঘোষনা করতে হবে।
মেহেরপুরের গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী শম্ভু রাম পাল বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে যাদুঘর সংস্কার, রাস্তা সংস্কার, রঙ করা সহ কমেপ্লক্স চত্ত্বর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, সর্বশেষ যে প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে তা অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
এ বিষয়ে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন বলেন,নতুন করে প্রস্তাবিত মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ কমপ্লেক্সকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রাথমিকভাবে স্থাপত্য অধিদপ্তর ৪১০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প রেডি করেছে। এটি একনেকে দেওয়ার পর তারা কিছু সংশোধনী দিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ফেরত পাঠিয়েছে।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্বনয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ করা হয়েছে। আমরা চাচ্ছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে এটি একনেকে পাশ করানোর জন্য। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীও একমত হয়েছেন।

যেভাবে ১৭ এপ্রিল:
অনেক জীবন এবং এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছিল তার আসল বাস্তবতা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ বাঙালী জাতির আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে সেই ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত অনেক ঘটনায় উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশীদের স্বপ্ন চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯৭১ সালে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম বাগানে । যেখানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছিল। সেখানে সেই মহতী অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেছিলেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক এবং বিশিষ্ট বাজনীতিবিদগণ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে একটি রেডিও সেন্টার স্থাপন করে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান সারাদেশে সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং মুজিবনগর সেদিন পেয়েছিল ঐতিহাসিক মর্যাদা।
১০ এপ্রিল ১৯৭১ এক ঘোষনার মাধ্যমে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছিল যা মুজিবনগর থেকে ইস্যু করা হয়েছিল । এখানে উল্লেখ্য এই ঘোষনা বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বের ঘোষনাকে দৃড়ীকরন করে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রথম প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ।
সে সময় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী মেহেরপুরকে করতলে নিলেও পৌঁছুতে পারেনি বৈদ্যনাথতলায়। তদানীন্তন মেহেরপুর মহাকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের নিভৃত পল্লী বৈদ্যনাথতলা। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সমস্ত সময়টুকু এ জায়গাটি ছিল নির্বিঘ্ন। বি্◌িরটশ শাসনামলে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর ছিল মহাকুমা শহর । সে সুবাদে কলকাতার সাথে এই বৈদ্যনাথতলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগের ব্যাবস্থা ছিল। সরকার গঠনের পর মুজিবনগরকে অন্তর্র্বতীকলিন রাজধানী ঘোষনা করা হয়েছিল। পাশাপাশি স্বাধীতার ফরমান জারি করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল। ওই সময় ও শপথ গ্রহণের স্থানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে বৈদ্যনাথতলা নাম পরিবর্তন করে নাম রাখা হয় মুজিবনগর। তখন থেকে ১৭ এপ্রিলকে বলা হয় মুজিবনগর দিবস। এবং সেই থেকেই এই দিনটি মুজিবনগর দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। মুজিবনগর সরকার দেশকে ৬টি জোনাল কাউন্সিলে ভাগ করেছিল যা জনগনের সমস্যার দেখভাল করত। সে সময় মুজিবনগর হয়ে উঠেছিল

বাংলাদেশের প্রেরণার উৎস এবং জাতির ভাবমূর্তি অক্ষ্ন্নু রাখতে যথাসম্ভব যাকিছু করার ছিল তাই করেছিল। মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠন আমাদের মুক্তি সংগ্রামে এবং ইতিহাসে এক মাইল ফলক। যা বিশ্বকে সাহায্য করেছিল আমাদের মুক্তিয্দ্ধুকে সমর্থন করতে। পরবর্তীতে ৯মাস যুদ্ধ শেষে চুড়ান্তভাবে স্বীকৃত পেয়েছিল একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে।

জাতীয় শপথ দিবস ঘোষনার দাবি:
প্রতি বছর এই নির্ধারিত দিনে মুজিবনগর আম বাগানে কিছু উচ্চ পদস্থ নেতা ও রাজকর্মকর্তারা আসেন এবং সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার শপথ নেন। কিন্তু মেহেরপুর বাসীর দাবি এই বিশেষ দিনটিকে কেন “জাতীয় শপথ দিবস” হিসাবে ঘোষনা করা হয় না? বর্তমান সরকার অনেক কাজ করছেন তার ভিতর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অন্যতম। অথচ যে দিনটির জন্য এত কিছু সে দিনটি আজো পেলনা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা। অর্থাৎ জাতীয় শপথ দিবস হিসাবে স্বীকৃতি জোটেনি।

এবারের কর্মসূচী
সকাল ১০টায় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গার্ড অব অনার প্রদান। সকাল ১১ টায় শেখ হাসিনা মঞ্চে জাতীয় ও স্থানীয় নেতাদের সমন্বয়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহা উদ্দীন নাসিম, সাংগঠনিক সম্পাদক বি.এম মোজাম্মেল হক উপস্থিত থাকবেন বলে জেলা প্রশাসন থেকে নিশ্চিত করেছেন।

জাতীয় শপথ দিবস ঘোষনার দাবি

চরম বিশ্বাসঘাতকার মধ্য দিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার হাত থেকে হারিয়েছিলাম বাঙলার স্বাধীনতার সূর্যটি । দু’শ বছরের ব্রিটিশ শাসন আর ২৩ বছরের পাকিস্তানের দুঃশাসনের পতন ঘটিয়ে সীমাহীন ত্যাগ আর বিসর্জনের বিনিময়ে বাঙলার মহানায়ক বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে ফিরে পেলাম স্বপ্নের স্বাধীনতার সূর্য্যটি। সেতো এক সুদীর্ঘ বীরচিত ইতিহাসের সাক্ষী।

মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণ বাংলাদেশ টেলিভিশনে জাতীয় সংবাদ প্রচারিত হওয়ার আগে জাতীয় স্মৃতি সৌধের পাশাপাশি মুজিবনগরে অবস্থিত স্মৃতি সৌধটিও দেখতে চায়। বাংলাদেশ সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা মুজিবনগর দিবসে ১৭ এপ্রিলকে জাতীয় শপথ দিবস হিসাবে ঘোষনা দেবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

সরোজগঞ্জ প্রেসক্লাবের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

চুুয়াডাঙ্গার সরোজগঞ্জ প্রেসক্লাবে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার প্রেসক্লাবে ইফতার ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সরোজগঞ্জ প্রেসক্লাব সভাপতি আরিফুল ইসলাম লিন্টু, সেক্রেটারি এম এস জেড এ সুমন, সহ সভাপতি বুলবুল আহম্মেদ শিপন, সহ সেক্রেটারি জিল্লুর রহমান রুবেল, সাংগঠনিক সম্পাদক এম লাবলু রহমান, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক ইকরামুল হক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আকিমুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য সাইফুল ইসলাম, সাংবাদিক হাবিবুর, সাজিদুর রহমান, সাইদুর রহমান, হাসানুজ্জামান হাসান এছাড়াও গড়াইটুপি ইউপি সদস্য জুয়েল, ডাকবাংলা বাজারের ব্যবসায়ী ইউসুপ মিয়া, সরোজগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী মামুন, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় অবসরপ্রাপ্ত সেনা কল্যাণ সমিতির দোয়া ও ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গায় অবসরপ্রাপ্ত সেনা কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার কালিদাসপুর সাদাব্রিজের নিকট এ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কল্যাণ সমিতির সিনিয়র উপদেষ্টা পিএসসি নেভী অবসর প্রাপ্ত কমান্ডার এম শহিদুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কল্যাণ সমিতির সভাপতি সার্জেন্ট মুনসুর, সহ-সভাপতি সার্জেন্ট মঞ্জু, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক মন্টু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদস্য রশিদ, মকছেদ, মতিয়ার, মতিন, রাজ্জাক প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় সরকারি জায়গায় অবৈধ ভাবে স’মিল নির্মাণের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার হাউসপুর সরকারি যায়গায় স’মিল নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল জব্বারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় গতকাল শনিবার ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে সাংবাদিকের নিকট লিখিত অভিযোগ করেন।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের হাউসপুর তিন রাস্তার মোড়ে সরকারি খাস জমি অবস্থিত। ওই জমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অফিস রয়েছে।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অফিস দীর্ঘদিন সংরক্ষণের অভাবে পরিত্যক্ত থাকে। এরই সুযোগে গত ১ বছর পূর্বে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল জব্বার ও তার ছেলে শুভ স’মিল নির্মাণ করে। স’মিল নির্মাণের সময়

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বাধা প্রদান করা হলেও তারা কোন তোয়াক্কা করে না।

গত শুক্রবার ওই স্থানে আওয়ামী লীগের দলীয় অফিসের পূর্ণ নির্মাণ কাজ করতে গেলে শুভ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা করে।

এছাড়াও লিখিত অভিযোগে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা জানায়, দীর্ঘদিন যাবৎ উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল জব্বার হাউসপুর হঠাৎ পাড়ায় অবস্থিত ৩ বিঘা সরকারি জমিতে আম বাগান তৈরি করে। বাগানটি প্রাথমিক স্কুল প্রাঙ্গণে। স্কুলের শিক্ষার্থীরা ওই বাগানে গেলে মারপিট করে বলে অভিযোগ তোলেন এলাকাবাসী।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমন উল্টে আমিরুল ইসলাম (৫০) নামে এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে কুষ্টিয়া- ঝিনাইদহ মহাসড়কের আলামপুর বালিয়াপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আমিরুল ইসলাম ঝিনাইদহ জেলার বিজয়নগর এলাকার আমজাদ হোসেনের ছেলে। সে আলামপুর গরুর হাটে গরু বেচা-কেনা করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,গরু ব্যবসায়ী আমিরুল শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমন যোগে আলামপুর গরু হাটে আসছিলেন। এসময় কুষ্টিয়া- ঝিনাইদহ মহাসড়কের আলামপুর বালিয়াপাড়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় এসে পৌঁছালে শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নসিমনের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এতে নসিমনটি উল্টে যাত্রী আমিরুল ইসলাম ঘটনাস্থলেই মারা যান।

কুষ্টিয়া মডেল থানার (ওসি) সাব্বিরুল আলম এঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান,মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল